জুন ২০২০

কানেকশন

প্রযুক্তি ♦ সেবা ♦ উন্নয়ন

মোবাইল টাওয়ারে মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কিছু নেই

- বিটিআরসি

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

banglalink গ্রামীণফোন Citycell রবি teletalk
ERICSSON HUAWEI NOKIA

কানেকশঁন
প্রযুক্তি • সেবা • উন্নয়ন
AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh
নিউজলেটার বর্ষ-০৮, সংখ্যা-১

>> সূচীপত্র

০৩ মোবাইল টাওয়ারে মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কিছু নেই - বিটিআরসি
০৭ নন-আয়োনাইজিং (Non-Ionizing) রেডিয়েশন
০৮ তথ্যমালা
০৯ বাংলাদেশের মোবাইল শিল্প : বৈশ্বিক শীর্ষ কর প্রদানকারী
১০ যথাযথভাবে করনীতি সংস্কার করা হলে জিডিপি-তে মোবাইল শিল্পের অবদান আরও বাড়ানো সম্ভব
১১ সাক্ষাৎকার : গ্রামীণফোন সিইও
১৩ সাক্ষাৎকার : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড
১৪ এমটবের নতুন প্রেসিডেন্ট রবির এমডি ও সিইও মাহতাব উদ্দিন আহমেদ
১৫ সদস্যদের কার্যক্রম

>> সম্পাদনা পরিষদ

তাইমুর রহমান
চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড

ওলে বিয়র্ন
চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার, গ্রামীণফোন লিমিটেড

সাহেদ আলম
চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার, রবি আজিয়াটা লিমিটেড

মামুনুর রশীদ
উপ-মহাব্যবস্থাপক, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন বিভাগ, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব, এমটব

আব্দুল্লাহ আল মামুন
ম্যানেজার-কমিউনিকেশন, এমটব

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র বিটিআরসির সৌজন্যে

সম্পাদকের টেবিল থেকে

নতুন করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ সারা দুনিয়ার মত বাংলাদেশকেও কঠিন এক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তবে থেমে নেই জীবন, থেমে নেই আমাদের পথ চলা। সীমিত চলাফেরা আর ঘরের ভিতর থেকেই চলছে কাজকর্ম। মোবাইল শিল্পখাত সংশ্লিষ্টরা দিনরাত পরিশ্রম করে দেশের মানুষের কাছে টেলিযোগাযোগসেবা পৌঁছে দিচ্ছেন। এরই মধ্যে প্রকাশিত হলো এমটব নিউজলেটার কানেকশন। এতে আমরা সমসাময়িক কিছু বিষয় তুলে ধরেছি।

মোবাইল টাওয়ারের রেডিয়েশনের তথাকথিত ক্ষতিকর দিক নিয়ে গত বেশ কিছুদিন ধরে দেশের এই শিল্পখাত কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়। মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণার জন্ম নেয় যে মোবাইলের নেটওয়ার্কের এন্টেনা থেকে যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ তৈরি হয় তা মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এই গুজব একেবারে নতুন না হলেও সম্প্রতি তার প্রভাব বেশ বেড়ে গিয়েছিল।

আশার কথা হলো এ বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের উদ্যোগে এমটব একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেখানে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির পদস্থ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ এই খাতের বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। টাওয়ার রেডিয়েশনের মাত্রা নিয়ে বিটিআরসির কর্মকর্তারা সম্প্রতি দেশব্যাপী জরিপ পরিচালনা করে। আমাদের প্রত্যাশা এ সংক্রান্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে এবং মানুষেরা প্রযুক্তির উত্তম দিকগুলো কাজে লাগাবে।

নীতি নির্ধারক ও টেলিযোগাযোগ খাত সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে এবারের কানেকশনের সংখ্যায় আমরা মোবাইল রেডিয়েশনের নন- আয়োনাইজড চরিত্র নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা উপস্থাপন করেছি। উপস্থাপনা আছে মোবাইল খাতের বাজেট প্রস্তাব নিয়ে; পাশাপাশি খাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারসহ অন্যান্য নিয়মিত বিষয় তো থাকছেই।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব, এমটব

এমটব প্রেসিডেন্টের বাণী

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

বাংলাদেশ এখন একটি কঠিন সময় পার করছে। গত কয়েক মাসে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণে যারা জীবন হারিয়েছেন তাঁদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি দেশের মোবাইল টেলিকম শিল্পের পক্ষ থেকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। আর যারা শারীরিকভাবে বা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা দ্রুত তা থেকে উদ্ধার পান এই কামনা করি।

এ প্রসঙ্গে না বললেই নয় যে, করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের পর থেকে বাংলাদেশে মোবাইল সেবাই সকল ধরনের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান নিয়ামক হয়ে উঠেছে। 'ঘরবন্দি' মানুষের আশ্রয় হয়ে ওঠা মোবাইল ফোনে যাতে সব ধরনের টেলিযোগাযোগ এবং ডিজিটাল সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রদান করা যায় সে জন্য দেশের প্রতিটি অপারেটরের সকল স্তরের কর্মী আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ জন্য এমটব প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি এই খাতের সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদ জানাই সরকারকেও সঠিক সময়ে টেলিযোগাযোগ খাতকে জরুরি সেবা হিসেবে ঘোষণা করায়। এটা করা না হলে মোবাইল সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হতো না। তবে মোবাইল টপ-আপ করতে গিয়ে অনেক গ্রাহককে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতে এ ধরনের সমস্যা হবে না।

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ দেশের মোবাইল খাতের ওপর নানা রকম নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এটা সত্য; পাশাপাশি এই খাত দীর্ঘদিন ধরেই অতিরিক্ত কর, নীরিক্ষা আপত্তিসহ সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সঙ্গে নানামুখী অমীমাংসিত সমস্যায় জর্জরিত। এখনই সময় সেসব চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের দিকে নজর দেওয়া। তা না হলে যে অনিশ্চয়তা পুরো মোবাইল শিল্পকে দুর্বল করে দিচ্ছে তার নেতিবাচক প্রভাব অর্থনীতির অন্যান্য খাতগুলোতেও পড়তে পারে।

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ
প্রেসিডেন্ট, এমটব

>> এমটব বোর্ড

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

এরিক অস
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড

ইয়াসির আজমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
গ্রামীণফোন লিমিটেড

মেহবুব চৌধুরী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

মোঃ সাহাব উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব
এমটব

>> এমটব সম্পর্কে

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটর নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্পখাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। একটি বিশ্বমানের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

মোবাইল টাওয়ারে মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কিছু নেই

- বিটিআরসি

মোবাইল টাওয়ার রেডিয়েশন নিয়ে দেশে এক ধরনের বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে টাওয়ারের রশ্মি মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। অথচ উচ্চপ্রযুক্তির এই এন্টেনাগুলো ১০০ ওয়াটের বৈদ্যুতিক বাতির সমপরিমাণ তাপ উৎপাদন করে মাত্র। মোবাইল টাওয়ার তথা এন্টেনা নিয়ে এবারের কানেকশনের সংখ্যা সাজানো হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ও এমটবের যৌথ আয়োজনে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর একটি হোটেলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেই আলোচনার বিশেষজ্ঞ বক্তাদের বক্তব্য নিয়ে এই প্রতিবেদন।

মোঃ আমিনুল হাসান
কমিশনার, স্পেকট্রাম বিভাগ
বিটিআরসি

"সম্প্রতি বিটিআরসি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে মোবাইল টাওয়ার রেডিয়েশনের মাত্রা নিয়ে জরিপ করেছে তাতে মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কিছু পাওয়া যায়নি। টাওয়ারের রেডিয়েশন আন্তর্জাতিক ও বিটিআরসির বেধে দেয়া মানদণ্ডের অনেক নিচে আছে, তাই তা নিয়ে আতংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

আমরা দেশের অনেকগুলো স্থানে মোবাইল টাওয়ার রেডিয়েশন জরিপ সম্পন্ন করেছি এবং তা অব্যাহত থাকবে। আপনারা জানেন যে টাওয়ারের রেডিয়েশনের নীরিক্ষার ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক পাওয়া গেছে যা আমরা নিয়মিতভাবে বিটিআরসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করি। আপনি যদি ভবিষ্যতে আরো উন্নততর সেবা পেতে চান তাহলে আরো বেশি মোবাইল সাইট স্থাপনের বিকল্প নেই। টাওয়ার রেডিয়েশন নিয়ে নানা রকম বিভ্রান্তি আছে, এটা ভিত্তিহীন। আমরা সরকারি, বেসরকারি সংস্থা বা ভবন মালিকদের কাছে নিশ্চিত করছি যে আপনারা ভয় পাবেন না।"

অধ্যাপক ডঃ সত্য প্রসাদ মজুমদার
ইলেক্ট্রিকাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ,
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

"বিটিআরসি সারাদেশে মোবাইল টাওয়ার রেডিয়েশন নিয়ে জরিপ করছে এবং দেশে রেডিয়েশনের লেভেল আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের অনেক নিচে আছে, এটা খুবই সন্তোষজনক ব্যপার। টাওয়ার নিয়ে যে বিভ্রান্তি আছে তা দূর হওয়া দরকার। কারণ আমাদের প্রযুক্তি নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' তিনি বিটিআরসির কাছে আহ্বান জানান যে তারা যেন এই জরিপ অব্যাহত রাখে এবং জনমনে যে বিভ্রান্তি আছে তা দূর করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রতিনিয়ত জরিপ করা এবং তার ফল মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে প্রকাশ করা হলে এই বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে।

'মোবাইলের এন্টেনা ১০০ পাওয়ারের বৈদ্যুতিক বাতির সমপরিমাণ তাপ উৎপাদন করে। এর বাইরে এর আর কোন প্রভাব নেই যা মানবদেহ বা পরিবেশের কোন রকম ক্ষতি করতে পারে। যারা এর বিরোধিতা করেন তারা ঠিক কী তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলেন তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু আমরা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলি।"

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম শহিদুল আলম

মহাপরিচালক, স্পেকট্রাম বিভাগ, বিটিআরসি

"দেশে মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যে মাত্রার রেডিয়েশন ছড়ায় তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের অনেক নিচে। এটা নিরাপদ এবং মানবদেহ বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়।

আমরা অনেকের কাছে থেকে টাওয়ার বসানো নিয়ে নানা রকম অভিযোগ শুনি। অনেকেই আমাদের কাছে এসে বলেন যে মোবাইল রেডিয়েশনের কারণে তাদের নানাবিধ সমস্যা হচ্ছে। কেউ কেউ তাদের বাড়ির ছাদে টাওয়ার বসাতে দেন না। আমরা তাদের বলে দেই যে এতে ক্ষতিকর কিছু নেই। আপনারা নিশ্চিত থাকুন যে এর জন্য আপনার কোন ক্ষতি হবে না।"

ড: শামসুজ্জোহা

উপপরিচালক, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স বিভাগ, বিটিআরসি

"রেডিয়েশন দুই প্রকার - আয়োনাইজিং এবং নন-আয়োনাইজিং। এর মধ্যে আয়োনাইজিং রেডিয়েশন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যেমন পারমাণবিক বর্জ্য, সূর্যের আল্ট্রা ভায়োলেট রে, গামা-রে কিংবা এক্স-রে। এরা শরীরের মধ্যে ডিএনএ পর্যায়ে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। অপরদিকে মোবাইল রেডিয়েশন নন-আয়োনাইজিং। এর শক্তি খুব কম, ফলে এর কোন স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই। মোবাইল টাওয়ারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ইএমএফ রেডিয়েশন নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নির্দিষ্ট মানদণ্ড আছে এবং আমরা জরিপে পেয়েছি যে দেশের মোবাইল টাওয়ারগুলোর রেডিয়েশন নির্ধারিত সীমার অনেক নিচে আছে। আমরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সুন্দরবন, ফেনী, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, জামালপুর ইত্যাদি অনেক এলাকায় জরিপ চালিয়েছি এবং এ পর্যন্ত কোথাও নির্ধারিত সীমার বেশি রেডিয়েশন পাইনি।

সুপরিকল্পিত যথেষ্ট সংখ্যক টাওয়ার থাকলে তা কম ক্ষমতার রেডিয়েশন ছড়াবে এবং তা তত বেশি নিরাপদ। আমরা আশা করি এই টাওয়ার রেডিয়েশন নিয়ে জনমনে যে বিভ্রান্তি আছে তা দূর হবে। জরিপ করতে গিয়ে কয়েকটি টাওয়ারের ওপরে পাখির বাসা দেখেছি। পাখিরা দীর্ঘদিন ধরে সেখানে আছে এবং বংশ বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। অনেক ভবনের ছাদে বাগান করা হয়েছে এবং তাতে খুব ভালো সব্জি ফলন হচ্ছে।"

এস এম নাজমুল হাসান
পরিচালক, বিপণন বিভাগ
হুয়াওয়ে টেকনোলজিস
(বাংলাদেশ) লিমিটেড

"আমরা আমাদের যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক মান নিশ্চিত করি। এছাড়াও বিশ্বের সেরা মান নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পরিপূর্ণ যাচাই করে থাকি। সারাবিশ্বে আমরা যে কোন অপারটেরকে একই মানের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করি। আর স্থানীয় নিয়মনীতি পালন করে অপারেটররা পরিকল্পনা করে এবং মাঠপর্যায়ে নেটওয়ার্ক বিস্তার করে।"

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব, এমটব

"সামনে যখন ফাইভ-জি আসবে তখন আমাদের অনেক বেশি সাইটের প্রয়োজন হবে। তাই শুধু শুধু আতংকিত হয়ে প্রযুক্তিকে রুদ্ধ করার কোন যুক্তি নেই। তাহলে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়বো। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে শুধু অনুমানের ভিত্তিতে মোবাইল টাওয়ার নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। এটা একেবারেই সত্য নয়। কিছু কিছু মানুষ মনে করছেন যে ছাদে থাকা টাওয়ারের কারণে তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আছে এবং কেউ কেউ টাওয়ার সরিয়ে নিতে বলছেন। আমরা তাদের আশ্বস্ত করছি যে মোবাইল টাওয়ারের রেডিয়েশন কোন ক্ষতি করে না। সারা দুনিয়ায় মোবাইলে যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটরগুলোও সেই প্রযুক্তিই ব্যবহার করে।"

নন-আয়োনাইজিং (Non-Ionizing) রেডিয়েশন

এতে অনুর গঠন ভাঙার মতো যথেষ্ট শক্তি নিহিত থাকে না
এর শক্তির অধিকাংশ শরীরে প্রতিফলিত হয় অথবা পাশ দিয়ে চলে যায়

মোবাইল টাওয়ার এবং ফোন থেকে কি তড়িৎ-চৌম্বকীয় রেডিয়েশন হয়?

হ্যাঁ অবশ্যই! অন্যান্য সকল ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি হতে তড়িৎ চৌম্বকীয় রেডিয়েশন নির্গত হয়ে থাকে।

TV

Laptop

Air cooler

Refrigerator

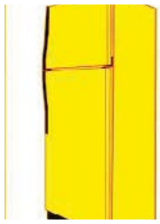

Router

টাওয়ার সংখ্যা কমানো কি বাস্তব সমাধান?

না, বরং এতে প্রয়োজনের তুলনায় উচ্চ মাত্রার রেডিয়েশন নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়

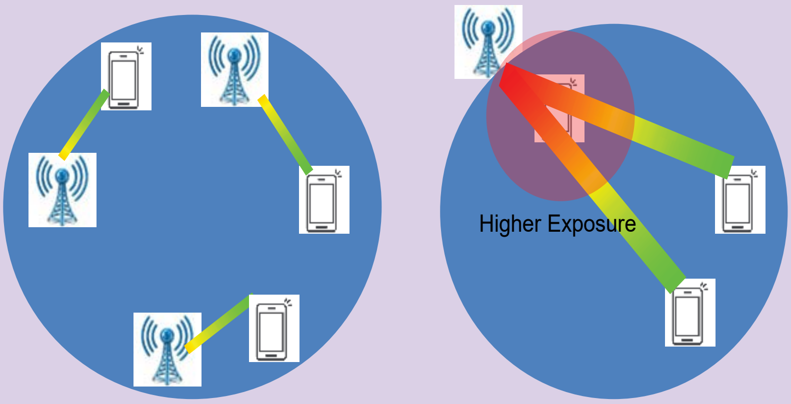

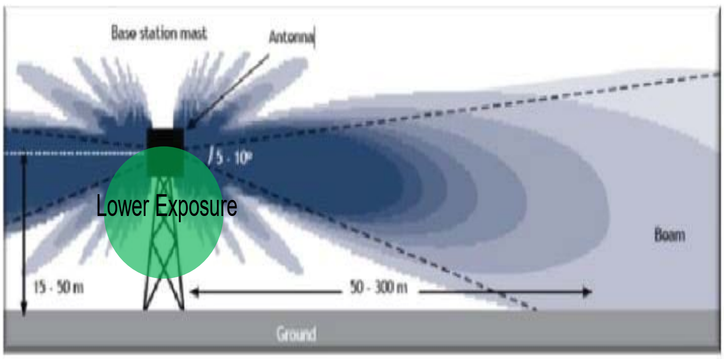

Propagation of "main beam" from antenna mounted on a tower or roof top

টাওয়ার স্থাপিত ভবনে রেডিয়েশন কি বেশি হয়?

- না, বরং এন্টেনার সিগন্যাল প্রপাগেশন, উচ্চতা এবং দূরত্ব বিবেচনায় টাওয়ারের নিচের ভবনে খুব কম মাত্রার রেডিয়েশন নির্গত হয়।
- সুতরাং, হাসপাতাল, অফিস, বাসা-বাড়ি ইত্যাদি হতে টাওয়ার অপসারণ কোন সমাধান নয়, বরং তা নেটওয়ার্কে সমস্যা তৈরি করবে।

স্লাইড বিটিআরসির সৌজন্যে

তথ্যমালা

অনেক গবেষণায় রাডার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, সেল ফোন এবং অন্যান্য উৎস থেকে নন-আয়নাইজিং রেডিয়েশনের সম্ভাব্য স্বাস্থ্য প্রভাব পরীক্ষা করা হয়েছে। নন-আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের ফলে মানুষের মধ্যে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ার কোনও প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কমিটি

মানব দেহে রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি বিচ্ছুরণের একমাত্র গ্রহণযোগ্য জৈবিক প্রভাব হলো তাপ...এর বাইরে রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সির কারণে মানব দেহে আর কোন প্রভাব থাকার কোন প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ নেই। এনসিআই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

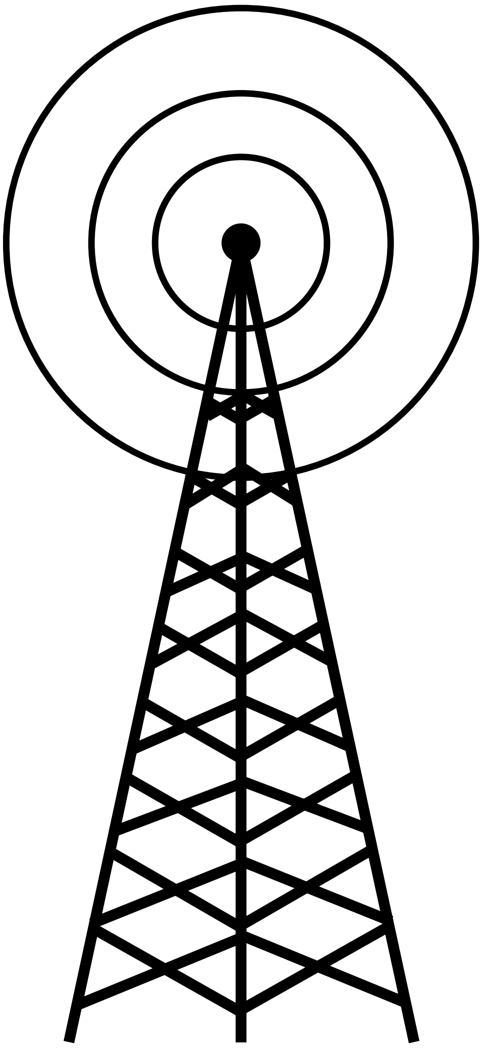

এখন পর্যন্ত সম্পাদিত কোন গবেষণায় আইসিএনআইআরপি মানদন্ডের মধ্যে থাকা ইএমএফ প্রাণীজগতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)

আজ অবধি যতগুলো গবেষণা হয়েছে তাতে বেজ স্টেশন এবং ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছুরিত দুর্বল বৈদ্যুতিক তরঙ্গে স্বাস্থ্য ঝুঁকির কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি - বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বাংলাদেশের মোবাইল শিল্প : বৈশ্বিক শীর্ষ কর প্রদানকারী

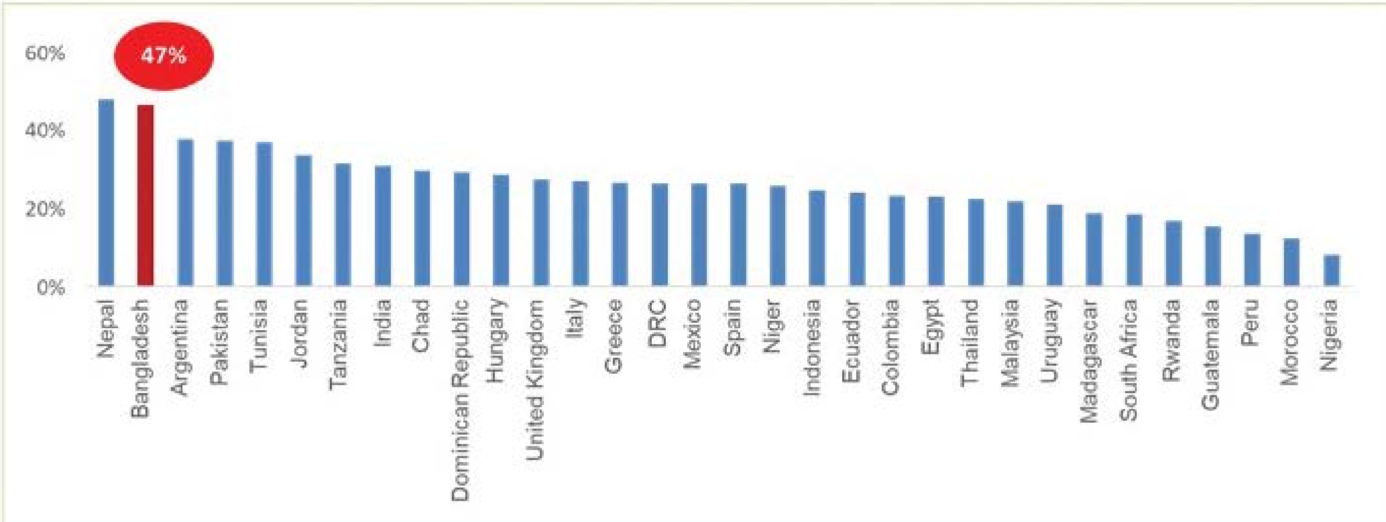

মোবাইল সেবাদাতারা মোট আয়ের ৪৭% থেকে ৫৩% সরকারকে প্রদান করে

কিন্তু গড় আয় ও সেবার মূল্য সর্বনিম্নে...

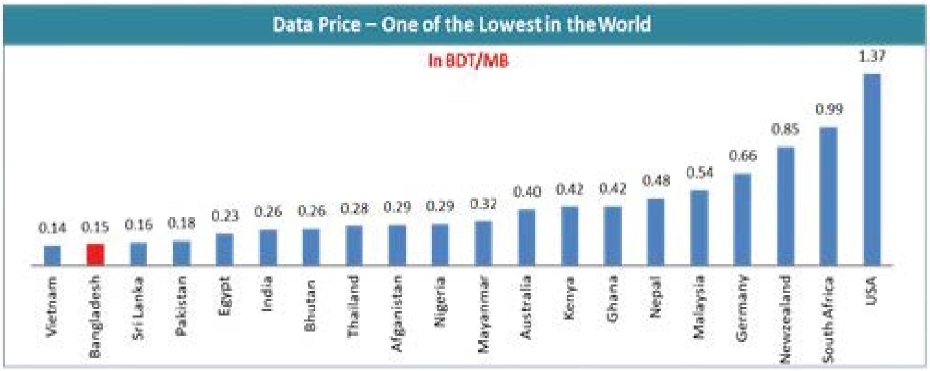

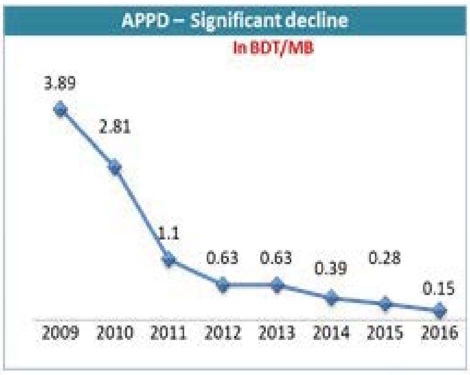

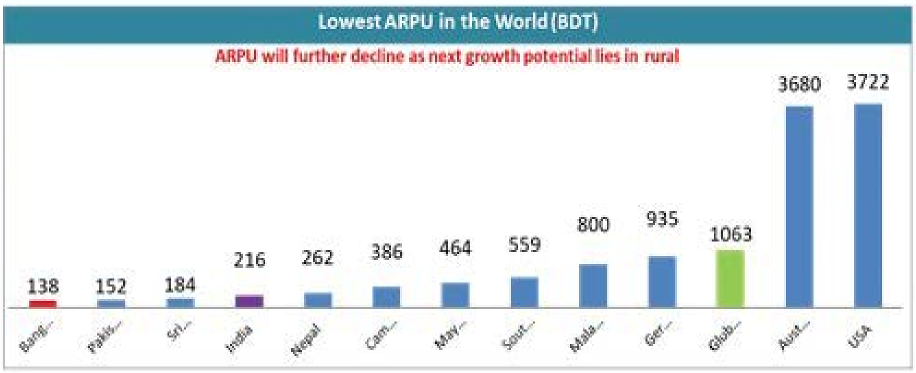

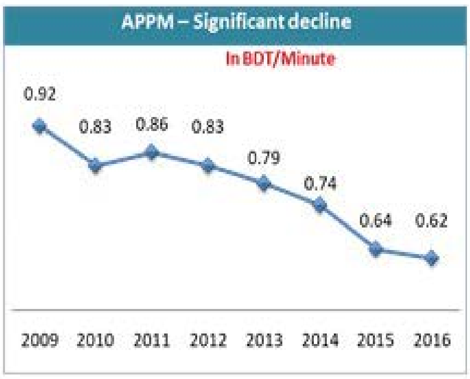

যথাযথভাবে করনীতি সংস্কার করা হলে জিডিপি-তে মোবাইল শিল্পের অবদান আরও বাড়ানো সম্ভব

যথাযথভাবে করনীতি সংস্কার করা হলে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) মোবাইল শিল্পের অবদান আগামীতে আরও বাড়ানো সম্ভব হবে। মোবাইলের বৈশ্বিক সংস্থা জিএসএমএ বলছে, বাংলাদেশে বর্তমানে জিডিপিতে মোবাইল শিল্পের অবদান ৭ শতাংশ।

এমটব সভাপতি মাহতাব উদ্দিন আহমেদ মনে করেন, 'অন্যান্য খাতের মতো আমরাও করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছি। এই পরিস্থিতিতে মোবাইল শিল্প সকল ধরনের যোগাযোগ, ব্যবসা, বিনোদন ইত্যাদির 'রক্তনালী'তে পরিণত হয়েছে। আমরা অন্যান্য সময়ের মতো এই কঠিন সময়েও যথাযথভাবে সেবা দান করতে প্রস্তুত আছি। তবে যেহেতু এই খাতটি ইতিমধ্যে নানা রকম কর সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছে, তাই এখনই সময় এসব দূর করে এই খাতকে উৎসাহিত করা যেন আমরা আগামী দিনে জাতিকে আরও বেশি পরিমাণে সেবা দিতে পারি।'

এমটব মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ) মনে করেন, 'বিগত সময়ে মোবাইল সেবাদাতাদের লাইসেন্স নানাভাবে বিভাজন করে তাদের ব্যবসা সঙ্কুচিত করে ফেলা হয়েছে। এর ব্যবসায়ের সুযোগ বৃদ্ধি করা হলে তা সরকারের আয়ের প্রবাহকেও বাড়িয়ে তুলবে। পাশাপাশি একই সাথে ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইন অনুযায়ী উৎসে ভ্যাট ছাড়ের নীতি ফিরিয়ে আনা হলেও সরকারের আয় বাড়বে। ৪-জি প্রযুক্তির হ্যান্ডসেটের দাম বেশি হওয়ার কারণে দেশে ৪-জির ব্যবহার খুব ধীর গতি এগুচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া দরকার।'

তিনি আরও মনে করেন, 'করোনা ভাইরাস এর পরিণতি কী হবে তা এখনও অনুমান করা কঠিন। তবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, কর এবং ভ্যাট সম্পর্কিত সমস্যাগুলি অবিলম্বে সমাধান করা না গেলে খুব শীঘ্রই মোবাইল পরিষেবা বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে অপারেটরদের রাজস্ব আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আমরা সরকারকে আমাদের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি যেন এই শিল্প তার পূর্ণ সম্ভাবনা দিয়ে দেশকে সহায়তা করতে পারে ও জিডিপিতে আরও বেশি অবদান রাখতে পারে।'

আগামী বাজেটে কী ধরনের কর সংস্কার এলে তা মোবাইল খাত ও এই সেবার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে এমটব এমন কিছু প্রস্তাব সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে উত্থাপন করেছে।

এনবিআরকে নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে:

সিম ট্যাক্স নির্মূল

বর্তমানে সিম প্রতি ২০০ টাকা হারে কর নির্মূল করা দরকার কারণ তা নিম্ন আয়ের মানুষদের এই সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা বলে মনে করা হয়। অপারেটররা এই অর্থ ভর্তুকি হিসেবে দেয়।

কর্পোরেট ট্যাক্স যৌক্তিককরণ

মোবাইল শিল্পের জন্য বর্তমান কর্পোরেট কর ৪৫%, যা ভারতে ২২%, পাকিস্তান এবং নেপালে ৩০%, শ্রীলঙ্কায় ২৮%, এবং আফগানিস্তানে ২০%। এমটব কর্পোরেট ট্যাক্সকে দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো যৌক্তিক হারে ৩০% করার অনুরোধ করেছে।

ন্যূনতম টার্নওভার/কর্পোরেট ট্যাক্স নির্মূল

ন্যূনতম টার্নওভার করের বিধান আয়করের নীতি বিরুদ্ধ। মোবাইল অপারেটরগুলি লোকসান করলে বা মুনাফা উপার্জনের ২% এর চেয়ে কম অর্জিত হলে ২% হারে এই কর দিতে হয়। শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি থেকে তাদের এই কর প্রদান করতে হয়। এই শিল্প টিকিয়ে রাখতে ন্যূনতম টার্নওভার কর অপসারণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিটিআরসিসহ নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর জন্য ভ্যাট ছাড়

২০১২ সালের নতুন ভ্যাট ও এসডি আইনে সরকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলির জন্য ভ্যাট ছাড় সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশিকা নেই; এই সংস্থাগুলো ভ্যাট নীতি অনুসরণ করছে না। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি তাদের নিবন্ধন ছাড়াই ভ্যাট দাবি বা সংগ্রহ করছে, আবার কোনও ভ্যাট চালান দিচ্ছে না। এটা ভ্যাট আইনের নীতিবিরুদ্ধ। এমটব সরকারী নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে ভ্যাট ছাড়ের প্রস্তাব দিয়েছে যা এনবিআর এবং অপারেটর উভয় পক্ষের সম্ভাব্য বিরোধ ও জটিলতা নিরসন করবে।

দ্বৈত কর পরিহার

দেশের মোবাইল সেবাদাতারা তাদের মোট আয়ের ৫.৫ শতাংশ রাজস্বের অংশ হিসাবে এবং ১ শতাংশ সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে (এসওএফ) বিটিআরসিকে প্রদান করে। প্রাথমিক পর্যায়ে, রাজস্বের জন্য ভ্যাট প্রদান করা হয় যার অংশ বিটিআরসিকে দেওয়া হয়। বিটিআরসিকে দেওয়া একই রাজস্বের জন্য যখন আবার ভ্যাট প্রদান করা হয় তখন তা দ্বৈত কর হয়ে যায়। এমটব রাজস্বের হার প্রদানের ক্ষেত্রে দ্বৈত কর পরিহারের প্রস্তাব করেছে।

সাক্ষাৎকার

কোভিড-১৯ দুর্যোগ মোকাবিলায় অন্যতম হাতিয়ার কানেক্টিভিটি

ইংরেজিতে আমরা যে কথাটা হরদম বলছি 'নিউ নরমাল', সেখানে কানেক্টিভিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইয়াসির আজমান মনে করেন, কোভিড-১৯ দুর্যোগে জনজীবন চালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কানেক্টিভিটি। সম্প্রতি, তিনি 'কানেকশন'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিসহ এ সংক্রান্ত নানা বিষয়ে কথা বলেন।

ইয়াসির আজমান বলেন, 'কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সারা দুনিয়ার মতো বাংলাদেশও একটা কঠিন সময় অতিবাহিত করছে। আমাদের জনজীবনে এ মাহামারি বিশাল এক ধাক্কা দিয়েছে। শিশুদের স্কুল যাতায়াত থেকে শুরু করে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কাঁচাবাজারের কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। আমরা এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি। তবে, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, খুব দ্রুতই আমরা নতুন অভ্যাসগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। আমি যদি উদাহরণ হিসেবে বলতে চাই, অফিস চলছে অনলাইনে, এখন মানুষ অনলাইনে বাজার করছে, শিক্ষকরা অনলাইনে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালিয়ে নিচ্ছে- প্রায় সবকিছুই অনলাইনভিত্তিক হয়ে গেছে। তবে, নতুন এ স্বাভাবিকতায় কিছু অস্বাভাবিকতা রয়ে গেছে। অফিস-স্কুল অনলাইন হলেও, এসব প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে অন্য মানুষদের বেঁচে থাকাটা কিন্তু স্বাভাবিকতার বাইরে চলে যাওয়া। এক্ষেত্রে, সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়েছেন সমাজের একদম নিচের সারিতে থাকা জনগোষ্ঠী। আর দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে জরুরি সেবার আওতায় পড়া সেবাসমূহের।'

মোবাইল অপারেটররা এই পরিস্থিতিতে কীভাবে এগিয়ে এসেছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'মোবাইল অপারেটররা জরুরি সেবাদাতাদের আওতায় আছে। সবাইকে সবসময় যোগাযোগের মধ্যে রাখাটাই এখন আমাদের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। অপারেটররা আর সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো এই করোনা পরিস্থিতিতেও তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে সেবা চালিয়ে যাচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের ভেতরে যে কোন প্রান্তে থাকা কিংবা বিদেশে প্রিয়জনের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে মোবাইল সেবা। এ ক্ষেত্রে বলা দরকার যে দেশের ইন্টারনেট সংযোগের ৯৫ ভাগেরও বেশি চলে মোবাইলে। এর বাইরে আক্রান্তদের ট্র্যাকিংসহ আরও অনেক ধরনের কারিগরি কাজেও মোবাইল ডাটা ব্যবহার করা হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, 'মোবাইল সেবাদাতারা তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক দায়বোধ থেকেও মানুষের ও সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে। অপারেটররা সরকারের নানা বিভাগ ও সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করছে। এক্ষেত্রে, একটি উদাহরণ দেয়া প্রাসঙ্গিক। কিছুদিন আগে আমি একটি অনলাইন কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। যে কনফারেন্সে ছিলেন আমাদের মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, এটুআই'র আনীর চৌধুরী, বিটিআরসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং চারটি অপারেটরের সিইওসহ আরও অনেকে। কোভিডের রেসপন্স হিসেবে খুব দ্রুত এমন একটি কনফারেন্সের আয়োজন সম্ভব হয়েছে। যেখানে মোবাইল অপারেটররা অংশগ্রহণ করেছে। আমরা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে সর্বাত্মক সহায়তা করে যাচ্ছি।'

এ প্রসঙ্গে গ্রামীণফোনের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'কোভিড-১৯ এর কারণে আমাদের প্রতিদিনকার জীবন পর্যুদস্ত। বলাই বাহুল্য, এই বিশেষ পরিস্থিতির জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলো না। তবে, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় অনেক বড় ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। এবং এ অবস্থা উত্তরণে গ্রামীণফোন শুরু থেকেই এটুআই, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি, এনটিএমসি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, ব্র্যাক সহ সরকারি-বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে। আমরা বিশ্বাস করি, এমন একটি মহামারি যদি সত্যিকারভাবে মোকাবিলা করতে হয় তাহলে সবাই মিলে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু একই কথা বলেছেন। এবং মানুষের পাশে দাড়াতে হলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার কোন বিকল্প নেই। গ্রামীণফোন শুরু থেকেই এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আপনি হয়তো জানেন, আমরা ১০০ কোটি টাকার একটি সহায়তা কার্যক্রম চালু করেছি যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধাপে ও পর্যায়ে প্রয়োজন অনুসারে সহায়তাগুলো দিচ্ছি। করোনা মোকাবিলায় সবচেয়ে বেশি জরুরি জনসচেতনতা। গ্রামীণফোনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজগুলোতে এ নিয়ে আমরা ডব্লিউএইচও এবং সরকারের নানা সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন প্রচারনা এসব মাধ্যমে প্রচার করেছি।

আপনি জানেন, স্বাস্থ্যকর্মীরা শুধু বাংলাদেশে না সারাবিশ্বেই কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহায়তায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কীভাবে এদের সহায়তা করা যায়; বিশেষ করে, যারা আইসিইউ'তে বা রোগীদের খুব কাছ থেকে সেবা দিচ্ছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আমরা ৫০ হাজার প্রফেশনাল পিপিই (ফুল সেট) সরকার নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে বিতরণ করছি। এর বাইরে আরও একটা চ্যালেঞ্জ হলো করোনা পরীক্ষার কিটের সংস্থান। আমরা ১০ হাজার কিট দিয়ে সরকারকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং এটি নিয়ে কাজ করছি। আমাদের পক্ষ থেকে আরও কিছু সমন্বিত উদ্যোগ আছে যার মাধ্যমে আমরা অন্যান্য সংগঠনকেও সহায়তা করছি।

পরবর্তীতে আমরা দেখলাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সার্টিফাইড প্রায় ২৫,০০০ চিকিৎসক রয়েছে যারা মূলত করোনা আক্রান্তদের সামনে থেকে সেবা প্রদান করবেন। তাদের নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করতে কানেক্টিভিটি খুবই জরুরি।

এছাড়াও, কোভিডের এ সময়ে দেশজুড়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অর্থাভাবে খাবার কেনার

সামর্থ হারিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সমাজের দিনমজুর এবং অতি দরিদ্ররা। এই চিন্তাধারায় আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ শুরু করি। কেননা আমি আগেই বলেছি এটি এমন একটি দুর্যোগ যা আসলে কারো একার পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই, গ্রামীণফোন ব্র্যাকের জরুরি খাদ্য সহায়তা তহবিলে ১৫ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তাদান করেছে যা ক্ষতিগ্রস্ত ১ লাখ পরিবারের কাছে পৌঁছাবে। এ উদ্যোগে প্রতি পরিবারকে ১৫শ’ টাকা করে দেয়া হচ্ছে। এ টাকা দিয়ে চার সদস্যের একটি পরিবার অন্তত দু’ সপ্তাহের জরুরি খাবার কিনতে পারবে। ‘ডাকছে আমার দেশ’ শীর্ষক এই উদ্যোগটির মাধ্যমে আমরা সামর্থ থাকা সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করছি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। এ সঙ্কটের সময়ে আমরা একসাথে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো; যাদের এ মুহূর্তে বেশি সহায়তার প্রয়োজন। আপনি জেনে খুশি হবেন ইতিমধ্যে দেশের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আমাদের এই কার্যক্রমে সহায়তার হাত বাড়িয়েছে এবং আরো অনেকে এগিয়ে আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।’

গ্রাহকদের জন্য কী উদ্যোগ নিয়েছে গ্রামীণফোন? এমন প্রশ্নের জবাবে কোম্পানির সিইও বলেন, ‘এই বিশেষ পরিস্থিতি গ্রামীণফোনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার ইতিমধ্যে টেলিযোগাযোগখাতকে জরুরি সেবা হিসেবে ঘোষণা করেছে। আমরা খুব সতর্কতা মেনে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছি। এখন পর্যন্ত আমরা নেটওয়ার্কের মান ধরে রাখতে পারছি। এই সময়ে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নেটওয়ার্ক সেবা সমুন্নত রাখা, মানসম্মত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা এবং ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল কার্যকরী রাখা। আমাদের বিশ্বাস, এই সঙ্কটকালে আমরা দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবো। এছাড়া গ্রামীণফোন এই দুর্যোগকালে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সুবিধা দেয়ার পরিকল্পনা করেছে। কেননা, আমরা যদি নেটওয়ার্ক সচল না রাখতে পারি এবং মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য হুমকির পড়বে। এছাড়াও, গ্রামীণফোন করোনা সময়ে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সুবিধা দেয়ার পরিকল্পনা করেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা দেখেছি এপ্রিল মাসে আমাদের অনেক গ্রাহক রিচার্জ করতে পারেননি বা অনেকের ন্যূনতম ব্যালেন্স নেই বললেই চলে। আমরা এমন শনাক্তকৃত এক কোটি গ্রাহককে ১০ কোটি মিনিট ফ্রি টক টাইম দিয়েছি। প্রতিষ্ঠানটির এ উদ্যোগ মূল্যবান গ্রাহকদের তাদের প্রিয়জনদের সাথে জরুরি যোগাযোগে সহায়তা করবে। এর বাইরেও, জরুরি সেবাদাতা হিসেবে গ্রামীণফোন এ সঙ্কটকালে এর সকল গ্রাহকদের জন্য সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রতি মিনিট সর্বনিম্ন কলরেট ৪৮ পয়সা করেছে। লকডাউন পরিস্থিতিতে ডাটার প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করেছে গ্রামীণফোন। যেহেতু, দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি জরুরি সেবা চলছে ইন্টারনেট উপর ভিত্তি করে তাই মাইজিপি অ্যাপ থেকে কেনা সকল সাপ্তাহিক ডাটা প্যাকে ১০০ শতাংশ বোনাস ঘোষণা করেছি আমরা। এর বাইরে আমরা পূর্ববতী সময়ে ফ্রি ব্যালেন্স ট্রান্সফার, অ্যাকাউন্টের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছি।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে গ্রাহকদের জন্য আমরা হয়তো সামনে আরও সুবিধা নিয়ে আসবো। প্রতিনিয়তই আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুসারে সেবা দিতে চাই। আর এর মাধ্যমেই আমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষের আস্থা অর্জন করেছি। আমরা মনে করি এই দুঃসময়ে গ্রাহকদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।’

প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল অপারেটররা সরকারকে সহায়তা করছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘করোনাভাইরাস মোকাবিলায় প্রযুক্তিরই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। মোবাইল অপারেটররা এটুআই, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি এবং এমএনসি প্রতিষ্ঠানের সাথে একত্রিতভাবে এখানে কাজ করছে। মোবাইল ডাটা অ্যানালেটিক্স ব্যবহার করে খুব সহজেই করোনা প্রাদুর্ভাব নির্ণয় করা যাচ্ছে। বিগ ডাটা ব্যবহার করে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ভ্রমণের তথ্যও এর মাধ্যমে জানা সম্ভব। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দুটো হটলাইন নম্বর ৩৩৩/১৬৩৬৩ এ যতো কল আসছে সেগুলো স্ক্রিনিং করে মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনা পরীক্ষা করছেন। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং তথ্য বিশ্লেষণ করে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি এমন জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এটুআই এর এই উদ্যোগের পেছনে মোবাইল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে যাচ্ছে। কোথায়, কখন প্রার্দুভাব বাড়ছে বা কমছে তা কিন্ত মোবাইল ডেটা অ্যানালেটিকস ব্যবহার করে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। এবং এইসব তথ্যের ভিত্তিতে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত করে নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

সেবা নিশ্চিত করতে স্পেকট্রাম এবং সরকারের সহায়তা প্রসঙ্গে ইয়াসির আজমান বলেন, ‘এ বিষয়ে প্রথমে যেটা আমি পরিষ্কার করতে চাই সেটি হলো গ্রামীণফোন সরকারের কাছে থেকে স্পেকট্রাম নেয়ার বিষয়ে কখনই দ্বিমত পোষণ করেনি। স্পেকট্রাম জাতীয় সম্পদ এবং একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌক্তিক মূল্যে সরকারের এ থেকে রাজস্ব পাওয়া উচিৎ। টেলিযোগাযোগখাতের সবাই একমত যে, বাংলাদেশে স্পেকট্রামের মূল্য অনেক বেশি এবং যে কারণে গ্রামীণফোন সাশ্রয়ী মূল্যে স্পেকট্রাম বরাদ্দের কথা বলে আসছে। করোনা পরবর্তী নতুন বিশ্বে ডিজিটালাইজেশনের ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

আমরা দেখছি, ডিজিটাল সেবার ওপর ভিত্তি করে কীভাবে সারাবিশ্ব হোম-অফিস করছে। ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িকভাবে ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়ছে। আমরা এখন করোনার প্রাথমিক প্রভাবগুলো দেখছি। সারাবিশ্বের মতো কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপরও পড়বে এবং আমাদের দ্রুত এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় বের করতে হবে, যেখানে ডিজিটালাইজেশন অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে আমাদের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন আসবে। আমাদের দক্ষতার পরিবর্তন হবে যা হবে ইন্টারনেট ভিত্তিক।

সকল ব্যবসা-বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে ইন্টারনেট ভিত্তিক প্লাটফর্মের ব্যবহার বাড়াবে। তাই, ইন্টারনেটের ব্যবহার অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। সাশ্রয়ীমূল্যে স্পেকট্রাম মোবাইল অপারেটরদের গ্রাহকদের সম্ভাব্য চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে। এর ফলে, অর্থনীতিতে টেলিযোগাযোগ খাতের রাজস্বের অবদান বৃদ্ধি পাবে এবং সরকার সত্যিকার সুফল পাবে। এই সঙ্কটকালে আমরা টেলিযোগাযোগ খাতের সত্যিকার প্রয়োজন অনুধাবন করতে পারছি। করনীতির সংস্কারে মাধ্যমে এ খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে পারলে সরকারি কোষাগারে রাজস্ব বাড়বে।

আমাদের আরও বেশি মানুষকে মোবাইল সেবার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসে অর্ন্তভুক্তির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে সবাইকে নিয়ে আসতে হবে যাতে করে সবার মধ্যে ডিজিটাল সেবাগুলো নিশ্চিত করা যায়। তবে, এখানে সিম ট্যাক্স এখনো একটি বড় অন্তরায়। আমাদের বিশ্বাস, সিম ট্যাক্স কমালে সরকারে রাজস্ব কমবে না বরং ট্যাক্স কমলে গ্রাহক বৃদ্ধি পেলে দিন শেষে সরকারের রাজস্ব অনেক বেশি বাড়বে। মোবাইল গ্রাহক বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমও বৃদ্ধি পায়। তাই, সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির স্বার্থেই সিম ট্যাক্স কমানো উচিৎ।

গ্রামীণফোন বাংলাদেশে দীর্ঘসময় ধরে টেলিযোগাযোগ সেবা দিয়ে আসছে। আমরা মনে করি, এখনই সময় যখন সরকার ও মোবাইল সেবাখাত একত্রিতভাবে এগিয়ে এসে এ খাতের বাধাগুলো দূর করে করোনা পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি এবং আমাদের প্রিয় দেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে অবদান রাখতে পারি।’

করোনা পরবর্তী ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি বলেন, ‘এখনই বলা মুশকিল। তবে এটা বলতে পারি বাংলাদেশকে আরও বেশি শক্তিশালীভাবে ফিরে আসতে হবে। অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে। অনেক নতুন কিছু আমাদের জীবনে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে হবে।

করোনার প্রভাব শুধুমাত্র নিম্ন আয় আর দারিদ্রসীমার নীচে যারা আছেন তাদের জন্যই না, অনেক খাত যেমন: এয়ারলাইন্স, হোটেল, পর্যটন, জ্বালানি, আবাসন, গার্মেন্টস, বিনোদন সহ আরো অনেকেই সঙ্কটের মুখোমুখি হবে। দরকার হবে উদ্ভাবনী শক্তি এবং নতুন চিন্তাধারা। আমাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোও বদলে যাবে। নতুনভাবে তৈরি হতে হবে আমাদের। আজকে উন্নত বিশ্বে যা স্বাভাবিক, আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশেও তাই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এসবকিছু আমাদের ইতিবাচকভাবে চিন্তা করতে হবে। অনেক কিছুই আগের জায়গায় ফেরত যাবে না। তাই আমরা অনেকেই এখন ভাবতে বাধ্য হচ্ছি এই নতুন স্বাভাবিকতাকে কীভাবে সামনে আরো দৃঢ় ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবো। কিন্তু যাদের এই স্বাভাবিকতা মেনে নেয়ার ক্ষমতা নেই, তাদের জীবনটাকে স্বাভাবিকতার মাঝে নিয়ে আসতে হবে, তা না হলে আমাদের করোনা পরবর্তী অবস্থা মোকাবিলা অকার্যকর হয়ে যাবে।

নতুন পরিবর্তনগুলো মেনে নেয়া অবশ্যই হতে হবে সমষ্টিগতভাবে-কাউকে বাদ দিয়ে নয়। মোবাইল টেকনোলজি, ইনোভেশন, গভর্নেন্স, প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ এবং সবার উপরে আমাদের তরুণ সমাজ এবং তাদের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে আমাদের প্রমাণ করতে হবে এই পরির্তনগুলো স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়াটাই হবে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক, ফলপ্রসূ।’

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সব ধরনের অবদান রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হুয়াওয়ে

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড

পুরোপুরি সংযুক্ত একটি 'ইন্টেলিজেন্ট ওয়ার্ল্ড' গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে প্রতিটি বাড়ি এবং প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল প্রযুক্তি পৌঁছে দিতে হুয়াওয়ে তার গ্রাহকদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে টেলিকম নেটওয়ার্ক, আইটি এবং ক্লাউড সেবার ক্ষেত্রে দুনিয়াজুড়ে সিস্টেম, চিপস, সিপিই/স্মার্ট ডিভাইসের মতো এন্ড-টু-এন্ড সল্যুশন প্রদানের মাধ্যমে হুয়াওয়ে এখন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আইসিটি সমাধান সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। হুয়াওয়ের জন্য ২০১৯ সালটি ছিলো অসাধারণ একটি বছর। ৫জি প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবন ও এর বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে নিজের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছি আমরা। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্মার্টফোন নির্মাতা হিসাবে ২০১৯ সালেই হুয়াওয়ে ২৪ কোটিরও বেশি সংখ্যক স্মার্টফোন বাজারে ছেড়েছে যা বৈশ্বিক বাজারের মোট শেয়ারের প্রায় ১৭.৬% । এখানেই শেষ নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর বাঁধাহীন জীবন উপহার দিতে হুয়াওয়ে মোবাইল সার্ভিসে একটি বিশেষ ইকোসিস্টেম তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে। এই ইকোসিস্টেমে বর্তমানে ১৭০টি দেশের ৬০ কোটি হুয়াওয়ে ডিভাইস ব্যবহারকারী সংযুক্ত রয়েছে। আইসিটি শিল্পে তাৎপর্যপূর্ণ এই অবদান রাখার মাধ্যমে ৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এই প্রতিষ্ঠান ২০২০ সালে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ১০ ব্রান্ডের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

এখন যদি বাংলাদেশের দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে, গত কয়েক মাস যাবৎ দেশটির টেলিকম খাত কিছুটা অস্থিতিশীল। তবে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ইতিবাচক দিকে মোড় নিচ্ছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে, এই ইতিবাচক প্রবণতা বাংলাদেশের সম্ভাবনার দ্বারকে উন্মোচন করবে।

শীর্ষস্থানীয় আইসিটি সমাধান সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে, গত প্রায় ২১ বছর ধরে আমরা বাংলাদেশের আইসিটি শিল্প, টেলিকম ক্যারিয়ার এবং স্থানীয় অংশীদারদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। দীর্ঘ এই সময়ে দেশটির ২জি থেকে ৩জি এবং ৪জি নেটওয়ার্কে উন্নীত হবার প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ আমরা পেয়েছি।

সরকারি-বেসরকারি নানান গ্রাহককে ডেটা সেন্টার পরিষেবা, ডিজিটাল সিলেট প্রকল্পের আওতায় ফ্রি ওয়াইফাই জোনের আইপি ক্যামেরা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং দেশের নেতৃস্থানীয় মোবাইল আর্থিক পরিষেবার পূর্ণ সমাধান সরবরাহ- বাংলাদেশের বাজারে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অবদান বলা চলে। এছাড়াও এখানে এআই-ভিত্তিক ক্লাউড পরিষেবা চালু করেছি আমরা। উপরন্তু ভবিষ্যত প্রজন্মকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিডিইউ) সহ দেশের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভার্চুয়াল ডেস্কটপ সমাধান সরবরাহ করেছে হুয়াওয়ে। বিদ্যুৎ খাতেও কাজ করছি আমরা। সুতরাং সার্বিক ভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে সব ধরনের অবদান রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হুয়াওয়ে।

বর্তমানে সমাজের যেকোনো উন্নয়নে আইসিটি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। মানসম্মত শিক্ষা; লৈঙ্গিক সমতা; শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন; টেকসই শহর ও সম্প্রদায় গঠন; সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকা নিশ্চিতকরণসহ জলবায়ু কার্যক্রমের মতো এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারে আইসিটি। কাজেই বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আইসিটি সমাধান ও সরঞ্জাম সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে হুয়াওয়ে অবশ্যই এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। এই যেমন করোনাভাইরাস মোকাবেলায় এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডসহ অনেক দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর প্রযুক্তিসেবা, ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম, ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক ও স্মার্টফোন প্রদান করছে হুয়াওয়ে।

সরকার ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ডিজিটাল মোবাইল প্রশিক্ষণ বাসের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রায় ৬৫,০০০ নারীকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। ইতোমধ্যে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে সমগ্র দেশকে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের 'ইনফো-সরকার' প্রকল্পের সাথেও কাজ করছে হুয়াওয়ে বাংলাদেশ। এছাড়া টেকসই ও নিরাপদ নগরের ধারণা বাস্তবায়নে আমরা স্মার্ট সিটি সল্যুশন নিয়ে এসেছি এবং বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে ইতোমধ্যেই এই সেবা চালু করা হয়েছে। তবে নতুন প্রজন্ম কীভাবে বেড়ে উঠছে, সে বিষয়টিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দীর্ঘমেয়াদে তারাই দেশটিতে অবদান রাখতে পারে। এক্ষেত্রেও অবদান রাখার চেষ্টা করছে হুয়াওয়ে। গত পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চীনে অবস্থিত আমাদের হুয়াওয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। 'সীডস ফর দ্য ফিউচার' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তারা পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পৃথিবীটা খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তাই হুয়াওয়ের নানান ধরনের প্রতিবেদন এবং শ্বেতপত্রে আইসিটি খাতের বৈশ্বিক প্রবণতা এবং ভবিষ্যত প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়। ইতোমধ্যেই আমরা কয়েকটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছি, সেগুলোতে ভূমিকা রাখতে কাজ করে যাচ্ছি। এদেশে আমরা 'ক্লাউড পরিষেবা' এনেছি। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে আমাদের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রায় ৮৫% অ্যাপ্লিকেশন ক্লাউডের মাধ্যমে পরিচালনা করতে পারবে। পাশাপাশি আমি তরুণ প্রজন্মের মেধা বিকাশের প্রতি আবারও জোর দিতে চাই। চলতি বছর হুয়াওয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'হুয়াওয়ে আইসিটি একাডেমি প্রোগ্রাম ২.০' প্রকাশ করেছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সহযোগিতায় আগামী ৫ বছরে ২ মিলিয়ন আইসিটি পেশাদার গড়ে তোলার পাশাপাশি ডিজিটাল দক্ষতাকে জনপ্রিয় করে তুলতে চায় হুয়াওয়ে। আগামী পাঁচ বছরে কমপক্ষে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে হুয়াওয়ে আইসিটি একাডেমি ডেভেলপমেন্ট ইনসেন্টিভ ফান্ড (এডিআইএফ) স্থাপন করবে হুয়াওয়ে। বাংলাদেশে এই প্রকল্পটিকে এগিয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে কাজ করছি আমরা। আমরা বিশ্বাস করি, দীর্ঘ মেয়াদে এটি দেশটিকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে।

এমটবের নতুন প্রেসিডেন্ট রবির এমডি ও সিইও মাহতাব উদ্দিন আহমেদ

রবির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মাহতাব উদ্দিন আহমেদ এমটবের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রামীণফোনের সিইও মাইকেল ফোলির স্থলাভিষিক্ত হন তিনি। এসোসিয়েশনের নতুন সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে বাংলালিংকের সিইও এরিক অস এবং গ্রামীণফোনের সিইও ইয়াসির আজমান। গত জানুয়ারিতে রাজধানীর একটি হোটেলে সংগঠনটির বার্ষিক সাধারণ সভায় তাদের নাম ঘোষিত হয়।

মাহতাব উদ্দিন বলেন, "ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এমন একটি শিল্পের নেতৃত্ব দানের সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি ডিজিটাল দেশে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে বলে আমি আনন্দিত। ২০২১ সালের পর ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি ধরে রাখতে এমটবকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রতিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এখন পর্যন্ত এ শিল্পের সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ডিজিটাল সমাজ ও ডিজিটাল অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য কাজ করছি আমরা।"

তিনি আরো বলেন, "এমটবের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি সরকার, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও নাগরিকদের মধ্যে একটি সমন্বয় নিশ্চিত করতে চাই। আমার চাওয়া ডিজিটাল দেশে রূপান্তরের অগ্রগযাত্রায় যেন আমাদের মহান জাতির গৌরব সমুন্নত থাকে।"

এরিক অস বলেন, "এবারের মেয়াদে এমটবের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পেয়ে আমি আনন্দিত। অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বিশাল করের বোঝা এবং রেগুলেটরি চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও টেলিযোগাযোগ শিল্প ডিজিটাল সমাজ গড়ে তোলার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে। দেশের আরো অগ্রগতি নিশ্চিত করতে আমাদের সুযোগ ও সম্ভাবনা কাজে লাগানোর উদ্দেশে সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্য সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে কাজ করবে এমটব।"

ইয়াসির আজমান বলেন, "টেলিকম শিল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়ন করতে এমটব সম্মিলিতভাবে একটি দল হিসেবে কাজ করবে।"

অনুষ্ঠানে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মাইকেল ফোলির হাতে স্মৃতিস্মারক তুলে দেয়া হয় এবং ইয়াসির আজমানকে এমটবের নেতৃত্বে স্বাগত জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে টেলিটকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. সাহাব উদ্দিন, এমটবের মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ), এরিকসনের কান্ট্রি ম্যানেজার আবদুস সালাম, হুয়াওয়ে টেকনোলজিসের সিইও ঝাং ঝেংজুন, নকিয়া সল্যুশনস অ্যান্ড নেটওয়ার্কস বাংলাদেশের সিইও রাশেদ হক, বাংলালিংকের সিসিআরএও তাইমুর রহমান, গ্রামীণফোনের সিসিএও ওলে বিয়র্ন, রবির সিসিআরও সাহেদ আলম এবং টেলিটকের ডিজিএম মো. মামুনুর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

করোনাভাইরাস চলাকালে বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থা ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় ১৪,৫০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তার উদ্যোগ নেয় বাংলালিংক

করোনাভাইরাস চলাকালে অনলাইনে বিনা খরচে শিক্ষা উপকরণ প্রদানের জন্য বাংলালিংক টিউটরসইঙ্ক-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়

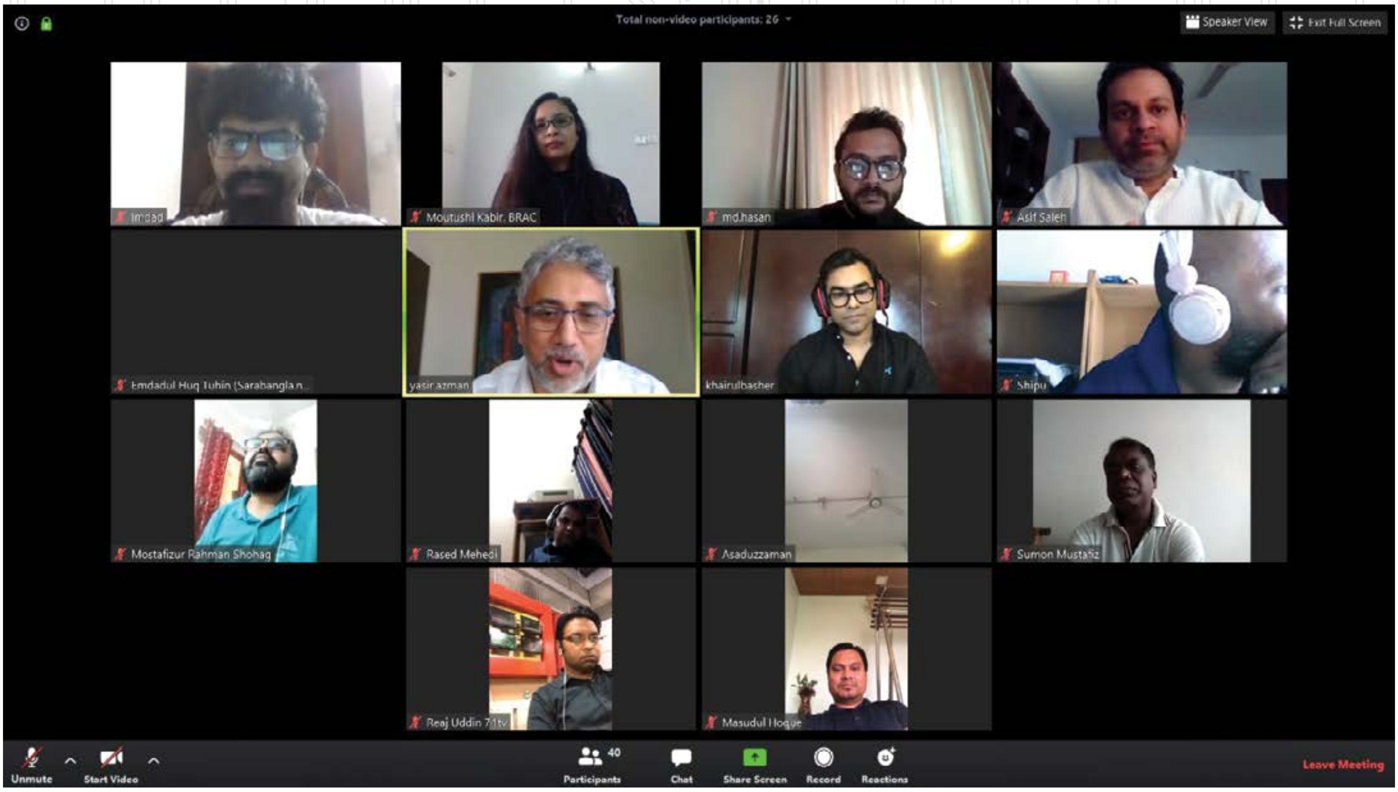

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ১ লাখ পরিবারকে জরুরি খাদ্য সহায়তা করতে গ্রামীণফোন ও ব্র্যাকের যৌথ উদ্যোগ 'ডাকছে আমার দেশ'

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় চিকিৎসক, গ্রাহক এবং ক্ষতিগ্রস্ত খুচরা ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেয় গ্রামীণফোন। নানা রকম কার্যক্রমে প্রতিশ্রুত উদ্যোগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ কোটি টাকা

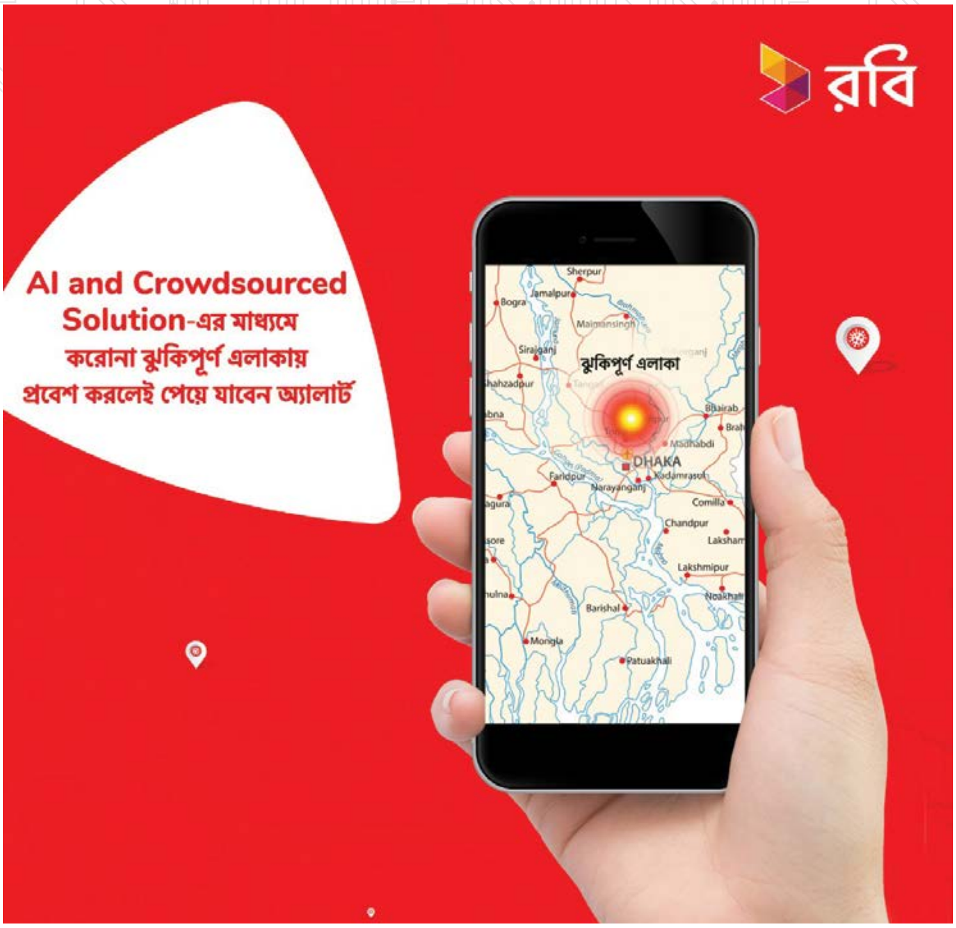

রবি'র রিয়েল টাইম এসএমএস ভিত্তিক অ্যালার্ট সার্ভিস সারা দেশে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখছে

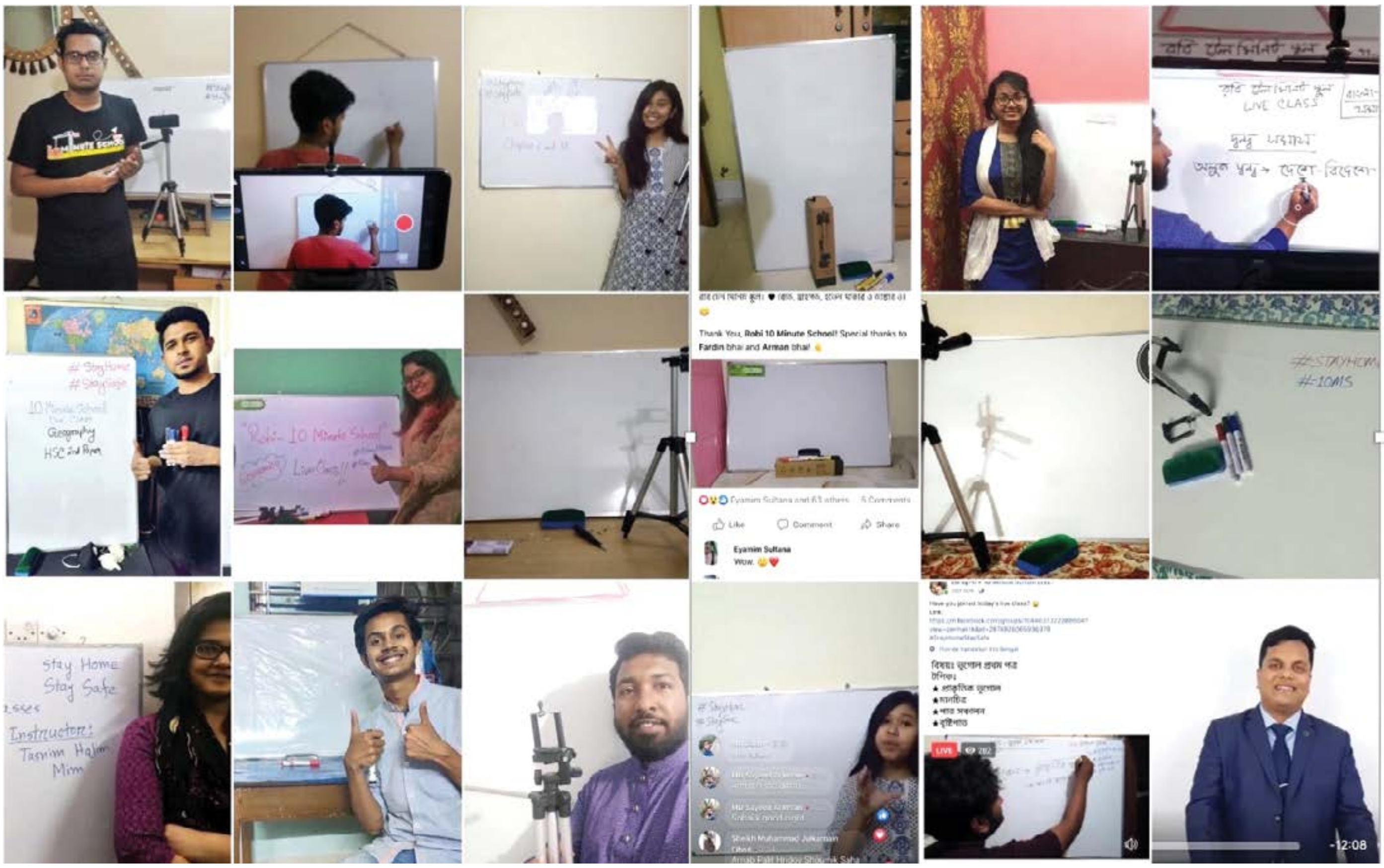

দেশের বৃহত্তম অনলাইন স্কুল রবি টেন মিনিট স্কুল করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে 'ঘরবন্দি' শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পাঠদান করে আসছে

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকীর কাউন্ট ডাউন অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এর সাথে টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশনের মধ্যকার কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করেন টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন

ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা ২০২০ এ আইওটি এবং এম-টু-এম ব্লক চেইন শীর্ষক একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে এরিকসন মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার কান্ট্রি ম্যানেজার ও নেটওয়ার্ক সলিউশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম বক্তব্য প্রদান করেন

ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা ২০২০ এ এরিকসনের প্যাভেলিয়নে বিশিষ্ট অতিথিরা পরিদর্শন করেন

'কোভিড-১৯' মোকাবিলা করতে হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর কাছ থেকে ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম এবং এআই সমাধান পাচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

করোনা মোকাবিলায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্প্রতি চীনের মেডিকেল বিশেষজ্ঞদের সাথে অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করে বাংলাদেশের মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা। অনুষ্ঠানের ভিডিও কনফারেন্স সমাধানসহ যাবতীয় প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রদান করে হুয়াওয়ে

NOKIA

NOKIA

বান্দরবান জেলায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন পরিচালিত ‘মেঘের বাড়ি অরফানেজ’-এ নকিয়া সল্যুশনস অ্যান্ড নেটওয়ার্কস বাংলাদেশ অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা, সৌর বিদ্যুৎ ও শিক্ষার জন্য ২৩,০০০ ইউরো অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে। সেখানে প্রায় ১২০ আদিবাসী এতিম শিশু এবং ১০ জন কর্মচারী বসবাস করছেন। সমতল থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে স্থাপিত ওই এতিমখানায় নিয়মিত পরিবহন, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রাথমিক সুবিধার অভাব রয়েছে। নকিয়া কক্সবাজারের রামুতেও একটি অনাথ আশ্রমে অর্থ প্রদান করেছে।

কোভিড-১৯ সঙ্কটকালে নকিয়া দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত সরকারি হাসপাতালগুলো জীবাণুমুক্ত করতে রাসায়নিক, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশকে ১০,০০০ ইউরো প্রদান করেছে। দেশের সকল জেলায় এই স্বনামধন্য সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবী রয়েছেন এবং তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করছেন।

NOKIA

* কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে চলাচলে সীমাবদ্ধতার কারণে ছবি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি

এমটবের কাউন্সিলে অধিবেশনে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মাইকেল ফোলির হাতে স্মারক তুলে দেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মাহতাব উদ্দিন আহমেদ। এ সময় এসোসিয়েশনের অন্যান্য নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন

বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে আয়োজিত বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি এক্সপোর একটি প্যানেল সঞ্চালনা করেন এমটব মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)

বাংলাদেশে মোবাইল অপারেটরদের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত উদ্যোগ

দেশের মোবাইল টেলিকম অপারেটররা বর্তমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের সময় সরকার ঘোষিত জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে গ্রাহকদের দোরগোড়ায় নিরবচ্ছিন্নভাবে টেলিকম সেবা সরবরাহ করতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই দুঃসময়ে গ্রাহকদের কাছে টেলিকম সেবা সরবরাহ করার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে।

আর্থিক ও খাদ্য সাহায্য প্রদান

ইন্টারনেট

ইন্টারনেটের দাম অনেক ক্ষেত্রে অর্ধেক নামিয়ে আনা হয়েছে

ডাটা প্যাকেজে বোনাস প্রদান করা হয়েছে

সচেতনতা মূলক কার্যক্রম

ডায়াল টোনের সঙ্গে সচেতনতা মূলক বার্তা প্রদান

এস এম এস বেজড করোনা এলার্ট সার্ভিস

প্রযুক্তিগত সহায়তা

*এ আই (AI) ব্যবহার করে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে করোনা আপডেট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে

মোবাইলে কথা বলা

কল রেট হ্রাস ও কল ডিউরেশন বাড়ানো হয়েছে

যারা টপ-আপ করতে পারেনি তাদের ব্যালান্স ও ডাটা প্রদান ও একাউন্টের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে

চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রফেশনাল পিপিই প্রদান

করোনা টেস্ট কিট প্রদান

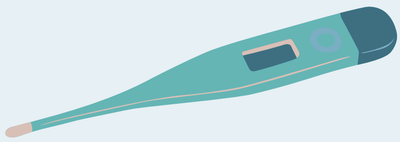

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ফ্রি সেবা

টোল-ফ্রি নাম্বার

ফ্রি এস এম এস

ফ্রি ডাক্তারি সেবা

চিকিৎসদের ফ্রি টক টাইম প্রদান

ফ্রি ই-লারনিং ও অনলাইন ক্লাস

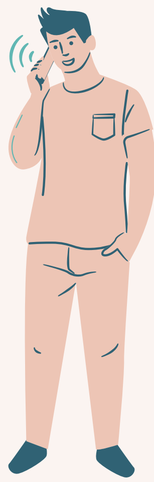

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

ঠিকানা ঃ ওয়ালি সেন্টার, ৭৪ গুলশান এভিনিউ, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২।
ফোন : ০৯৬৩-৮০২৬৮৬২ ও ০২ ৯৮৫৩৩৪৪। ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১,
ই-মেইল: **info@amtob.org.bd** ওয়েবসাইট : **www.amtob.org.bd**

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটর অব বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত

সম্পাদকঃ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ), মহাসচিব, এমটব।
ইমেইল : **connexion@amtob.org.bd**

ডিজাইন ও কনসেপ্ট : মোস্তাফিজুর রহমান
ইনফোগ্রাফিক্স : হাসান তারিকুল ইসলাম